তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

সমকাল

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে রোববার ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মাদ্রাসাপ্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ■ সমকাল

জঙ্গিবাদ রোধে ছাত্রাবাস নজরে রাখার পরামর্শ

মাদ্রাসাপ্রধানদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর মতবিনিময়

■ বিশেষ প্রতিনিধি

যেসব শিক্ষার্থী বাড়িতে থাকে তাদের প্রতি বাবা-মা কিছুটা হলেও খেয়াল রাখতে পারেন। কিন্তু যারা ছাত্রাবাস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে থাকে তাদের প্রতি অভিভাবকদের পক্ষে নজর রাখা সম্ভব নয়। আর সবার বাড়ির কাছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো না থাকায় ছাত্রাবাসে থাকতে হয়। এ ছাড়া দাখিল পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরও অনেকে ছাত্রাবাসে থাকে। ছাত্রাবাসে বিভিন্ন জায়গার শিক্ষার্থীরা থাকে। বাইরের কারও পক্ষে সেখানে যোগাযোগ করা সহজ। এমনকি রাত-বিরাতে বাইরে থাকলেও কৈফিয়ত দিতে হয় না। ফলে ছাত্রাবাসে থাকা শিক্ষার্থীদের সহজেই জঙ্গিবাদে বা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকারকে এই ছাত্রাবাসগুলোর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এই সভার আয়োজন করে। সারাদেশের দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসাপ্রধানরা এতে যোগ দেন।

মতবিনিময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ দমনে সাত দফা প্রস্তাব দেন। সেগুলো হচ্ছে– সব শিক্ষার্থীরই গতিবিধি ও আচরণ নজরদারিতে রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

জঙ্গিবাদ রোধে ছাত্রাবাস নজরে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সুপারদের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মাদ্রাসায় অবস্থান করতে হবে। শিক্ষকদেরও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মাদ্রাসায় অবস্থান করতে হবে। নিয়মিতভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমন্বয়ে সভা করতে হবে। শিক্ষকরা কী পাঠদান করান সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতে হবে। ছাত্রাবাসে আবাসিক শিক্ষার্থীদের ওপর নজর রাখতে হবে ও হোস্টেল সুপারদের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে হবে। হামদ-নাত, ডিবেট ও খেলাধুলার মতো এক্সট্রা কারিকুলাম নিয়মিতভাবে চালু রাখতে হবে।

ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. কাফিল উদ্দিন সরকার বলেন, 'হত্যাকারীরা জানে না কেন তারা হত্যা করছে। আর যারা শিকার হচ্ছেন, তারাও জানেন না কেন তাদের হত্যা করা হলো। এজন্য একজন শিক্ষার্থীকে শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। কোরআন-হাদিসের আলোকে বই প্রণয়ন করতে হবে। টেলিভিশনে বেশি বেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। ছাত্রাবাস বা হোস্টেলগুলোতে বিশেষ নজর দিতে হবে।'

সিলেটের কামাল বাজার আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ একেএম মনোয়ার আলী বলেন, 'শুধু পিস টিভিই নয়, নীতি-নৈতিকতাবিরোধী যত চ্যানেল রয়েছে, সব বন্ধ করতে হবে।'

শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মমতাজী বলেন, 'কতিপয় ব্যক্তি মাদ্রাসা শিক্ষায় জঙ্গিবাদ আছে বলে প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু আলিয়া মাদ্রাসায় কোনো জঙ্গি নেই।'

অন্য বক্তারা বলেন, 'আজকে যারা এখানে এসেছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষকতার পাশাপাশি মসজিদে ইমামতিও করেন। এ ছাড়া সবাই প্রায় ওয়াজ-মাহফিলেরও বক্তা। আপনাদের কথা সবাই মেনে চলে। আপনারা নামাজের আগে বা পরে, ওয়াজে জঙ্গিবাদবিরোধী আলোচনা করুন। জঙ্গিবাদের বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষকদের হতে হবে সবার আদর্শ। কিন্তু শিক্ষকরা যদি বিপথগামী হন, তাহলে আর কী থাকে। আজকে যারা এই সভায় এসেছেন আপনাদের প্রত্যেককে যার যার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে হবে। নিয়মিত যদি ক্লাস হয়, পড়ালেখা হয় তাহলে মাঝখানে অন্য কিছু ঢুকতে পারবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষকদের চিনতে হবে। শুধু নামে নয় একজন শিক্ষার্থীর স্বভাব চরিত্র ও পরিচয়ও শিক্ষকদের জানতে